সংবাদ

তারিখ 17 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

পাকুন্দিয়ার মঠখোলা উচ্চ বিদ্যালয়

এক সেট বিনামূল্যের বই ৭০০ টাকা!

প্রতিনিধি, পাকুন্দিয়া (কিশোরগঞ্জ)

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার মঠখোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সরকারের বিনামূল্যের বই বিতরণে টাকা নেয়ার অভিযোগ উঠেছে। বই উৎসবকে পুঁজি করে বিভিন্ন অজুহাতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৬৮০ থেকে ৭০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়েছে বলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন।

জানা যায়, গত ১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বই উৎসবের দিনে শিক্ষার্থীরা অধীর আগ্রহ নিয়ে নতুন বই হাতে নিতে স্কুলে ছুটে আসে। ক্লাসে ক্লাসে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বই নিতে বসে তারা। এক পর্যায়ে শ্রেণী শিক্ষকরা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বই নেয়ার আগে ৬৮০ টাকা এবং নবম শ্রেণীর বই নেয়ার জন্য ৭০০ টাকা দিতে হবে বলে শিক্ষার্থীদের জানান। পরে শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই বাড়ি গিয়ে টাকা এনে শিক্ষকদের হাতে তুলে দিয়ে নতুন বই নেয়ার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু অনেক দরিদ্র শিক্ষার্থী টাকা দিয়ে বই সংগ্রহ করতে না পেরে খালি হাতে বাড়ি ফিরেছে। বিনামূল্যে বই বঞ্চিতদের অনেকেই টাকা যোগাড় করে বই না নিতে পেরে স্কুলের পরিবর্তে মাদ্রাসায় ভর্তি হচ্ছে। সরেজমিন অনুসন্ধানকালে পাকুন্দিয়া উপজেলার বুরুদিয়া ইউনিয়নের নরপতি গ্রামের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কুদ্দুস আলীর স্ত্রী নুরুন্নাহার বেগম জানান, তার ছেলে আবদুল হাকিম এবার পঞ্চম শ্রেণী পাস করায় তাকে

> **'ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ৬৮০ টাকা এবং নবম শ্রেণীর জন্য দিতে হয় ৭০০ টাকা'**

মঠখোলা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে এবং নতুন বই আনতে পাঠানো হয়েছিল। বই পেতে হলে ৬৮০ টাকা দিতে হবে বলে শ্রেণী শিক্ষক জানালে সে বাড়িতে টাকার জন্য ফিরে আসে। আমরা এত টাকা যোগাড় করতে না পারায় অবশেষে তাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করে বিনামূল্যে বই পেয়েছি। একই গ্রামের হাশিম উদ্দিনের মেয়ে আমরিন ফারিয়া জানায়, সে মঠখোলা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এবার প্রথম স্থান অর্জন করে অষ্টম শ্রেণীতে উঠেছে। বই আনতে গেলে শ্রেণী শিক্ষক ৬৮০ টাকা দাবি করলে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে সে বই সংগ্রহ করে। এছাড়া টাকা নিয়ে স্কুলের নাম লেখা একটি রেশন কার্ডের মত মোটা কাগজে শুধু ৬৮০ টাকা লিখে দেয়া হয়েছে। কী খাতে এবং কেন এ বিপুল পরিমাণ টাকা নেয়া হল তার কোন ব্যাখ্যা নেই। এ ব্যাপারে মঠখোলা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আছাদুজ্জামানের সঙ্গে কথা হলে তিনি বই বিতরণকালে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৬৮০ থেকে ৭০০ টাকা নেয়ার কথা স্বীকার করেন।

এ সময় তিনি জানান, 'সেশন ফি, স্কাউট ফি, উন্নয়নসহ বিভিন্ন ফি বাবদ এ টাকা নেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পাকুন্দিয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, সরকারি বই বিতরণের নামে টাকা নেয়ার কোন নিয়ম নেই। 'বই বিতরণের সময় কোন অজুহাতেই টাকা নেয়া যাবে না। ওই স্কুলের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যদি সেশন ফিও নেয়া হয়ে থাকে তাহলে তা হবে ৫০০ টাকা। ৬৮০ টাকা কিংবা ৭০০ টাকা নয়। এছাড়া এসব টাকা গ্রহণের ক্ষেত্রে রশিদ দিতে হবে।' বিষয়টি তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।